দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 AUG 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

055

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শনিবার, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৯৩ : ২রা আগস্ট, ১৯৮৬

এসএসসি পরীক্ষার ফল

বৃহস্পতিবার দেশের সব কটি শিক্ষা বোর্ডের চলতি সালের এস-এসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার শতকরা ৬৫ দশমিক ৮১। এটা কেবল একটি ব্যতিক্রমী ঘটনাই নয়—একটা রেকর্ডও। সাম্প্রতিক অতীতে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা এই হারে উত্তীর্ণ হয়নি। এমন কি, গত বছরেও নয়। বস্তুত, গত বছরের পরীক্ষার হার মোটেও আশাপ্রদ ছিল না। পাসের শতকরা হার ছিল ৪৬.১২। অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি পরীক্ষার্থী ফেল করেছিল। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে পাসের হারের এই বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এসএসসি পরীক্ষার ফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রতি বছরই ভালো স্কুল বলে পরিচিত স্কুলের পরীক্ষার্থীরাই সংখ্যা ও গুণগত দিক দিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। যেসব স্কুলে ভালো শিক্ষক আছেন, ভাল সাজসরঞ্জাম, উপকরণ আছে সাধারণত সেই সব স্কুলের রেজাল্টই ভালো হয়। তার কারণ বুঝতে অসুবিধার কথা নয়। সেই সব স্কুলে যেমন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ রয়েছে, তেমনি শুধুমাত্র মেধাবী ছাত্ররাই ঐসব স্কুলে ভর্তির সুযোগ পায়। তুলনামূলকভাবে কম মেধাবী বা অমেধাবী ছাত্রদের বরাতে জোটে এমন সব স্কুল, যেখানে ভালো ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নেই, সাজসরঞ্জাম নেই, লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরী নেই; এমন কি, ক্লাসরুমে ভালো বসবার ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই।

দুঃখের বিষয়, দেশে এই ধরনের উপেক্ষিত স্কুলের সংখ্যাই বেশি এবং অধিকাংশ ছাত্রই এই সব উপেক্ষিত স্কুলের ছাত্র। কেবল স্কুল নয় কলেজের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভালো কলেজ অর্থাৎ যেসব কলেজে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ আছে, সেখানেও কেবলমাত্র মেধাবী ছাত্রদের স্থান। অন্যদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। ফলে ঐ সব ভালো স্কুল-কলেজের ভালো ছাত্ররাই ভালো রেজাল্ট করার সুযোগ পায়।

প্রতি বছরই স্কুল-কলেজের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র—কখনো কখনো অর্ধেকের চাইতেও বেশি ছাত্র ফেল করে। তার কারণ এই যে আমরা তাদের শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারিনি। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ব্যয় হচ্ছে তার অনেকটাই অপচয় হচ্ছে। অপচয় হচ্ছে আমাদের যুবশক্তিরও। এ কারণে সুশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যও অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না।

এই অবস্থার পরিবর্তন আমাদের কাম্য। আমরা এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা চাই, যেখানে সব স্কুল-কলেজেই শিক্ষার সমান অনুকূল পরিবেশ থাকবে। এর ফলে পাসের হার ও শিক্ষার মান উভয়ই ব্যাপকভাবে বাড়বে বলে আমাদের ধারণা।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার পাসের হার বেড়েছে। এটা একটা আশার লক্ষণ। আমরা আশা করবো যে ভবিষ্যতে যেন পাসের এই হার কেবল বজায়ই না থাকে, বরং তা যেন ক্রমাগত বাড়তে থাকে। কেবল স্কুলেই নয়, কলেজস্তরেও পাসের হার ক্রমাগত বাড়তে থাকুক, অধিক সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশ গঠনে জনশক্তিতে রূপান্তরিত হোক, এটাই আমাদের কামনা। দেশের শিক্ষা ও সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থেই এই ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।